তোরা সব প্রতিবেশী, করিস্ কি হাসাহাসি,
নিত্যানন্দ দাসী হই আমি।
নিতাই জগৎ গুরু, প্রেমদাতা কল্পতরু,
নিত্যানন্দ বাপ-ভাই-স্বামী।।
হেনভাবে সর্ব্বক্ষণ, প্রেমাবিষ্ট তনুমন
নিত্যকৃত্য প্রাতঃ স্নান আদি,
অরুণ উদয় কালে, স্নান ক'রে কুতুহলে,
নিত্য লেপে তুলসীর বেদী।।
একদা সকাল বেলা, লইয়া গোময় গোলা,
ঝাঁটা শলা দক্ষিণ করেতে।
লেপিছে বাহির বাড়ী, বাম করে গোলাহাঁড়ি,
হরি হরি বলেছে মুখেতে।।
এ হেন সময় কালে, জয় হরিবল বলে,
গোঁসাই গোলোক উপনীত।
দেখিল সকল লোকে, 'পাগল' বলে তাহাকে
ভক্ত ওড়াকান্দী ভাবাশ্রিত।।
মলিন বসনধারী, অঙ্গে কাঁথা বলে হরি
প্রণমিল সুভদ্রার পায়।
গোময়ের গোলাপদে, গোঁসাই মনের সাধে
পদরজঃ চাটিল জিহ্বায়।।
কহিছে সুভদ্রা ধনি, 'আমি বড় ঠাকুরাণী,
তুই বড় ভক্তি জানিস্।
করিস্ কি ভারীভুরী, মানিনে ও সাধুগিরি,
কি বুঝিয়া আমাকে মানিস্।।
ওড়াকান্দী হরিচাঁদ, যিনি বৃন্দাবন চাঁদ,
গৌর নিতাই চাঁদ যেন।
তাঁর দায় দিয়া ফের, ভা'বো হ'য়ে ভাব ধর,
মেয়েদের পদ চাট কেন।।
কাঁথা খানি দিয়া গায়, হেঁটে বেড়ালে কি হয়
ভাব যে ঠাকুর হইলাম।
খাও মেয়েদের এঠে, মেয়েদের পদ চেটে,
অষ্ট অঙ্গে করহ প্রণাম।।
আয় দেখি মোর ঠাঁই, দেখি কেমন গোঁসাই,
কত দূর ভাবেতে বিভোলা।
পদ চাটি কাঁদা খালি, এনেছি গোময়গুলি,
খা দেখি এ গোময়ের গোলা।।"
এ হেন বাক্য শুনিয়ে, গোঁসাই মৃদু হাসিয়ে,
দুই করে পাতিল অঞ্জলি।
গোঁসাই না কহে বাণী, অমনি সুভদ্রা ধনি,
হাঁড়ি ধরে গোলা দেয় ঢালি।।
গোঁসাইর নাহি দুঃখ, অমনি দিল চুমুক,
সে অঞ্জলি খাইল তখন।
পুনঃশ্চ অঞ্জলি দিল, সে অঞ্জলিও খাইল,
একবিন্দু না হ'ল পতন।।
পুনঃশ্চ কহে বৈষ্ণবী, 'কিরে বাছা আরো খাবি,
অমনি গোঁসাই পাতে হাত।
দিলেন হাঁড়ি ঢালিয়ে, তৃতীয় অঞ্জলি খেয়ে,
গোঁসাই করিল প্রণিপাত।।
সুভদ্রা কহিছে 'ম'তো, দেখি তোর ভক্তি কত,
হস্ত ধৌত না করিও ধন।'
গোঁসাই কহে 'কি করি! বুড়ী কহে শিরোপরি,
হস্তদ্বয় করহ মার্জ্জন।।
সুভদ্রা কহিল যাহা, গোস্বামী করিল তাহা,
উত্তরাভিমুখে চলি যায়।
সদা মুখে হরিনাম আসিল পদুমাগ্রাম,
ফেলারাম বিশ্বাস আলয়।।
এ দিকে সুভদ্রা গিয়ে হস্তপদ পাখলিয়ে,
করেতে লইল জপমালা।
মালা জপিতে জপিতে, কম্প উঠি অকস্মাতে,
গৃহ মাঝে প্রবেশ করিলা।।
উঠিল পেটে বেদনা, তাহা না হয় সান্ত্বনা
সুভদ্রা কহিছে 'হায় হায়।'
উদরে বেদনা জ্বালা, সেই গোময়ের গোলা,
ভেদ আর বমি সদা হয়।।